এই গ্রন্থকার প্রণীত

মায়াবিনী কাব্য।

মূল্য আট আনা মাত্র।

'প্রেমের পরীক্ষা'য় যাহার শেষ, 'মায়াবিনী'-কাব্যে তাহারই আরম্ভ। সুতরাং কাব্যামোদী-দিগকে উভয় গ্রন্থ একবার মিলাইয়া পাঠ করিতে অনুরোধ করি।

২২০ নং কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট্, "সাহিত্য ডিপজিটারীতে" প্রাপ্তব্য।

প্রেমের পরীক্ষা ।

প্রেমের পরীক্ষা

(একাত্মক পদ্য-নাট্য)

শ্রীনিত্যকৃষ্ণ বসু প্রণীত।

কলিকাতা,—২৩ নং বিদ্যাসাগরের ষ্ট্রীট হইতে

শ্রীসুরেশচন্দ্র সমাজপতি কর্ত্তৃক

প্রকাশিত।

১২৯৯।

বিজ্ঞাপন।

বিশ্ব-বিদ্যালযের এম এ উপাধিধারী এক জন যুবক সুহৃদ গ্রন্থকারের নিকট নিজ জীবনের যে রহস্য বর্ণনা করিয়াছিলেন, তাহাই অবলম্বন করিয়া এই ক্ষুদ্র "মনোড্রামা" বিরচিত হইল।

শ্রীনিত্যকৃষ্ণ বসু।

উৎসর্গ।

"पिता स्वर्गः पिता धर्म्मः पिता हि परमन्तपः ।
पितरि प्रीतिमापन्ने प्रीयन्ते सर्व्वदेवता ॥"

The end of Man is an Action, and not a Thought, though it were the noblest.

—*Sartor Resartus*

প্রেমের পরীক্ষা।

প্রথমাংশ।

১

কোথায় তুমি, হে সুখ? সৃষ্টির প্রারম্ভ হইতে মনুষ্য-সমাজ তোমারই সন্ধানে ফিরিতেছে। কত শ্রুতি-স্মৃতি, দর্শন-পুরাণ তোমারই উদ্দেশে বিরচিত হইল; কত যোগীর যোগ, সন্ন্যাসীর সন্ন্যাস, গৃহীর গার্হস্থ্য সাঙ্গ হইয়া আসিল!—কিন্তু কোথায় তুমি, হে সুখ? তুমি বিরাগে, না অনুরাগে? ত্যাগে না ভোগে? জ্ঞানে না কর্ম্মে? পাণ্ডিত্যে না মূর্খতায়?—কোথায় তুমি, হে সুখ? এই জগৎপ্রপঞ্চ যে নিতান্ত প্রাচীন হইয়া

আসিল; আজিও যে আমরা তোমার সাক্ষাৎকার লাভ করিতে পারিলাম না।—হায়, তুমি সুখ! কোথায় তুমি, কিসে তুমি, কেমন তুমি? হায়, তুমি সুখ!

২

জীবনের এই দ্বাবিংশতি বর্ষ কাটিয়া যাইতেছে। এতাবৎকাল কেবল জ্ঞানচর্চ্চাই করিয়াছি। সাহিত্য-ইতিহাস, বিজ্ঞান-দর্শন, জ্যোতিষ-অঙ্কশাস্ত্র প্রভৃতি একে একে সকলেরই আস্বাদ গ্রহণ করিয়াছি। কিন্তু মনুষ্য-জন্মের চরম লক্ষ্য যে সুখ, তাহা ত পাইলাম না। প্রাণের ভিতর একটা মর্ম্মান্তিক অভাব প্রতিনিয়তই অনুভব করিতেছি। শয়নে-ভোজনে, ভ্রমণে-উপবেশনে, কিছুতেই শান্তিলাভ করিতে পারিতেছি না। কখনও কখনও বিষয়-বিশেষে বিমোহিত হইয়া কিছুকাল যেন স্বচ্ছন্দে কাটিয়া যায়, এই বিশ্বের চারিদিকেই যেন পূর্ণতার প্রতিবিম্ব প্রতিফলিত দেখিতে পাই।

কিন্তু হায়, যখন ভ্রম ভাঙ্গিয়া যায়, সুপ্তোত্থিত জনের সুখ-স্বপ্নবৎ সেই কল্পিত শান্তি-কুজ্ঝটিকা যখন সহসা অপসারিত হইয়া যায়, এই শূন্য হৃদয়ের তখনকার সেই অবস্থা, হে অন্তর্যামী, তুমি ভিন্ন আর কেহই ত বুঝিতে পারিবে না। মানবের জ্ঞান—সে ত সামান্য, সীমাবদ্ধ। এই অসীম বাসনা কি তাহাতে পরিতৃপ্ত হইবে? সুতরাং জ্ঞানচর্চ্চা অনেক দিন ছাড়িয়া দিয়াছি। "কর্ম্মণ্যেবাধিকারস্তে",—কিন্তু, কি কর্ম্ম?—কাহার কর্ম্ম?—কোথায় কর্ম্ম? এই দীন হীন বাঙ্গালী যুবকের আবার কর্ম্ম কি? জন্মাবধি কয়েকটা পরীক্ষায় পাশ ভিন্ন আর কি কর্ম্ম করিয়াছি? কর্ম্ম কর্ম্মনাশার জলে নিমজ্জিত হউক।—এখন, কোথায় তুমি, হে সুখ?

দ্বিতীয়াংশ।

১

সুখ কি কেবল প্রেমেই নিবদ্ধ? বিবাহ না করিলে কি মানুষ সংসারী বা বড়লোক হইতে পারে না? জগৎরূপ গৃহের কি ঐ একটি মাত্র প্রবেশদ্বার। সংসার-রূপ পঙ্কিল পুষ্করিণীর জলে সুখ কি শফরীর ন্যায় সন্তরণ করিয়া বেড়াইতেছে যে, উহাকে ধরিয়া সঞ্চিত করিবার নিমিত্ত, অবলাকুলের কোনও বিশেষ ভাগ্যবতীকে, জেলের হাঁড়ীর ন্যায়, কোমরে বাঁধিয়া লইতে হইবে? নিজের মস্তকোপরি যে বিষম বোঝা চাপিয়া রহিয়াছে, আজ পর্য্যন্ত তাহারই একটা বন্দোবস্ত করিতে পারিতেছি না। যে কোনও প্রকারে হউক, কষ্টে সৃষ্টে, বোঝাটা এই বিশ্বের দক্ষিণ দরজার সন্নিকটে লইয়া গিয়া, ফেলিয়া দিতে

পারিলেই বাঁচিয়া যাই। আবার তদুপরি আর একটা চাপাইয়া অবশেষে মারা পড়িব কি? না, মা। তা' আমি পারিব না। তুমি আর যাহা বল, অম্লান বদনে, যথার্থ কর্ত্তব্যপরায়ণ পুত্রের ন্যায়, এখনই সম্পাদন করিতে প্রস্তুত আছি. কিন্তু, প্রেমের বোঝা!—না, মা!, তা' আমা হইতে হইবে না। আমি জলে ঝাঁপ দিতে পারি, অনলে দগ্ধ হইতে পারি, ইত্যাদি আর সকলই পারি, কিন্তু, এই স্বাধীন হৃদয়-পারাবতের পক্ষদ্বয় বন্ধন করিয়া, খাঁচায় পুরিয়া, তাহাকে দাম্পত্য-ব্রতে নিয়োজিত করিতে পারিব না। আমি বিষভক্ষণ করিতে পারি, বরাবর পায়ে হাঁটিয়া প্রেতপুরীতেও প্রবেশ করিতে পারি, কিন্তু, প্রতিদিন দুই বেলা ট্রামে চড়িয়াও, ১০টা হইতে ৫টা, পর্য্যন্ত কেরাণীর কলম ছুটাইতে পারিব না। মিশর-সম্রাজ্ঞী ক্লিওপেট্রার মত বক্ষে সন্তানের ন্যায় সাপিনী পুষিতে পারি.

কিন্তু চোগাচাপকানে বিভূষিত হইয়া, সাম্‌লা-কন্দী অপূর্ব্ব গাম্‌লা মাথায় করিয়া, ধর্ম্মাধিকরণের পবিত্র চক্ষে সত্যের প্রলেপ দিয়া মিথ্যা চালাইতে পারিব না। হে জননি। আর কিছু কাজ থাকে; আজ্ঞা করুন, পালন করিয়া কৃতার্থ হই, কিন্তু মা। দোহাই তোমার, সন্তানের ঐটুকু অবাধ্যতা উপেক্ষা করিতে হইবে।

২

বন্ধুগণ ত কেহই আর বুঝাইবার বাকী রাখিলেন না। বঙ্গদর্শন হইতে চন্দ্রনাথ বসুর "হিন্দু-বিবাহের উদ্দেশ্য," প্রচার হইতে তাঁহার "বঙ্গ-বধূর মাহাত্ম্য," ইত্যাদি কর্ত্তিক পড়িয়া শুনাইলেন, কত তর্ক-বিতর্ক করিলেন, বাছিয়া বাছিয়া বঙ্কিমচন্দ্রের নায়িকাগুলির চিত্র নয়নের সম্মুখে কতই নাড়াচাড়া করিতে লাগিলেন, কিন্তু মন ত ভিজিল না। তবে কতকটা যেন নরম বলিয়া বোধ হইতেছে। তাঁহাদের অনু

রোধে, প্রধানতঃ পিতামাতার বিরোধে, একবার
বৈজ্ঞানিক বিধানানুসারে পরীক্ষা করিয়া দেখিবার সাধ হইযাছে। আমি ত গলায় ফাঁসী দিয়া
বাস্তবিক মরিতেছি না; ফাঁসীর মরণটা কি
প্রকার—সুখের কি দুঃখের—তাহা একবার মাত্র
পরীক্ষা করিয়া দেখিলে ক্ষতি কি? আমার এই
বিষম রোগোপশমের নিমিত্ত অনেক ঔষধ প্রয়োগ
করিয়াছি, তবে, নব বধূর প্রেম-রূপ হোমিওপ্যাথিক পিলিউলটাই বা বাকী থাকে কেন?
শুনিতেছি, প্রেমে নাকি মানুষের একটা অভূতপূর্ব্ব, নূতন-তর জীবন সমাবদ্ধ হইয়া থাকে,
হৃদয় জগতের যাবতীয় কামনা কেন্দ্রীভূত হইয়া
যুবজনের কর্ত্তব্য-বুদ্ধিকে নব বলে বলবতী করিয়া
তুলে, মানবের জীবন-গত সমস্ত সমস্যাই সুন্দররূপে মীমাংসিত হইয়া যায়। আমি ত এ সকল
কিছুই বিশ্বাস করিতেছি না, কেবল পরীক্ষা
করিয়া দেখিতে চাই। যে প্রকার সুখে দিন

যাইতেছে, তাহা ত নিজেই বিলক্ষণ বুঝিতে পারিতেছি। চারিদিকে উল্লাসের তরঙ্গ, উৎসাহের সমুচ্ছ্বাস, আমি তন্মধ্যে একটা উদ্দেশ্য-হীন, উদ্ভ্রান্ত গতি বিষাদের প্রতিমূর্ত্তি ইতস্ততঃ সঞ্চরণ করিয়া বেড়াইতেছি। এই মলিন মুখ-মণ্ডলে যেন ভাবনা-রূপিণী, মর্ম্মচ্ছেদিনী ছায়ার চিরস্থায়ী সিংহাসন সংস্থাপিত হইয়াছে। এ রোগের ঔষধ কি? ব্যাধিত ব্যক্তি স্বয়ং চিকিৎসক হইলেও নিজের ব্যবস্থা কখনও নিজে করেন না। আমিও ত বিষম ব্যাধিগ্রস্ত, স্থতরাং চিকিৎসাটা পাঁচ জনের পরামর্শ মত করাই বাঞ্ছিত বলিয়া বোধ হইতেছে।

তৃতীয়াংশ।

১

তবে, এস তুমি, প্রেম! নিরবচ্ছিন্ন কঠোর জ্ঞানালোচনায় হৃদয়টা একবারে মরুবৎ বিশুষ্ক হইয়া রহিয়াছে। তুমি শান্তির সুর-তরঙ্গিণী প্রবাহিত করিয়া, তাহাকে জীবন্ত করিয়া দাও। তুমি অগণিত জ্যোতিষ্কনিচয়'র্ পরস্পরের আকর্ষণে আবদ্ধ করিয়া দিয়াছ, স্বর্গ, মর্ত্ত, মহীতল, তোমারই কুসুম-ডোরে চিরদিন গ্রথিত হইয়া রহিয়াছে। তোমারই প্রভাবে আকাশে চাঁদ উঠিতেছে, তারা ফুটিতেছে, ধরাতলে তটিনী ছুটিতেছে, পাখী গাহিতেছে। তুমি প্রেম! এই হৃদয়-বীণার বিচ্ছিন্ন তন্ত্রীচয় একত্রিত করিয়া, একবার এই বিশ্ব-যন্ত্রের সহিত সম্মিলিত করিয়া দাও। এই জীবনের যথেচ্ছবিহারী ভাবনা-রাশিকে

মোহমন্ত্রে মুগ্ধ ও সংযত করিয়া, একবার গন্তব্য পথের উদ্দেশে প্রধাবিত করিয়া দাও। আমার এই সাধের শোভনোদ্যান শুষ্কপ্রায় পড়িয়া রহিয়াছে। কোথা তুমি বসন্ত সখা। একবার মলয়-পবনে, প্রভাত-কিরণে, সৌরভ-সুধার তুফান তুলিয়া দাও। জন্মাবধি যত্ন করিয়াও যে তরী ভাসাইতে পারিলাম না, তাহাকে একবার সেই তুফানের অভিমুখে ছাড়িয়া দাও। আমি সুখের কাঙাল, প্রেম। শুনিয়েছি, তুমিই সুখ, তোমাতেই সুখ। তবে এস তুমি, আমার আকাঙ্ক্ষার সার, জীবনের গ্রন্থি!—আমার সুখের প্রেম, প্রেমের সুখ। এস তুমি—

"এস ল'য়ে ফুল-ধনু, যুলের বাঁধন,
হানো বাণ স্বার্থত্যাগ, আত্ম বিসর্জন।"

২

নব-বধূর ঈষৎ ব্রীড়াবিনম্র প্রেমাভিনয় কি সুন্দর! কি মধুর!—বসন্তের বিহগ-বালিকা

এইমাত্র উড়িতে আরম্ভ করিয়াছে, বাসনা হয়, গগন-বিহারিণী বন-কপোতীর ন্যায়, স্বচ্ছন্দে প্রাণের সাধে, মেঘের কোলে খেলা করিয়া বেড়ায়, কিন্তু, সাহসে কুলাইয়া উঠে না, দুই চারি বার পাখা নাড়িয়াই ঝুপ্ করিয়া বসিয়া পড়ে।—নব-সঙ্গীত-রসাভিজ্ঞা, নবীনা পিক-বধূ,—প্রাণ চাহিতেছে, পঞ্চমে চড়াইয়া, দিঙ্মণ্ডল প্রতিধ্বনিত করিয়া একবার গাহিয়া উঠে—কুহু!—কুহু!—কুহু!—কিন্তু, আশঙ্কা রহিয়াছে;—যদি ঠিক না হইয়া উঠে!—যদি বা গলাই ভাঙ্গিয়া যায়!—নব-বর্ষা সমাগমে নব-জীবন-সম্প্রাপ্তা স্রোতস্বতী; মাঝখানে তাহার লাজের বাঁধ। যে জল সঞ্চিত হইয়াছে, তাহাই যথেষ্ট, বড় সাধ, বাঁধ ভাঙ্গিয়া ফেলিয়া, তরঙ্গ-ভঙ্গে উভয়-কূল বিপ্লাবিত করিয়া, হেলিয়া দুলিয়া, কলকল রবে বহিয়া যায়। কিন্তু, ওই পোড়া বাঁধটার প্রতিবন্ধক ত বড় সহজ নহে;—

'আরও দুই চারি দিন যাউক—আরও কিঞ্চিৎ সলিল সঞ্চিত হউক;' তখন পথ আপনিই প্রস্তুত হইয়া উঠিবে।

৩

আমি চলিয়া যাইতেছি, সে পার্শ্বের ঘরে বসিয়া রহিয়াছে। আমার প্রত্যেক পদক্ষেপে তাহার হৃদয়াভ্যন্তরে যে দুপ্-দুপ্ শব্দ হইতেছে, তাহা যেন স্পষ্ট শুনিতে পাইতেছি। কখনও বা আমি যেন অন্যমনস্ক হইয়া দ্রুতপদে চলিতেছি। সে জানালাটি ঈষৎ উদ্ঘাটিত করিয়া, ঘোমটাটি কথঞ্চিৎ অপসারিত করিয়া, পদ্ম-চক্ষু দুইটি সম্যক্ বিস্ফারিত করিয়া, আমাকে দেখিতেছে। আমি জানালার নিকটে গিয়াই হঠাৎ দাঁড়াইলাম;—চারি চক্ষের কি অপূর্ব্ব মিলনই হইল। কিন্তু, কেমন সচকিতে, কপাটটি অর্দ্ধমাত্র ঠেলিয়া দিয়াই সে বাতাহত লতিকা-বৎ বসিয়া পড়িল। সে যে মৃদু-মধুর হাসি-

তেছে, আমি তাহা দেখিতে পাইলাম। আর আত্মসংবরণ করিতে পারিলাম না। ইতস্ততঃ চাহিয়া, তাহার পার্শ্বে বসিয়া, সেইখানে, তাহার সেই সাশ্রুস বিকম্পিত অধরোষ্ঠে, অতি-ধীরে—কি করিলাম? এ ত চুম্বন নহে! যখন একমাত্র শাখাপ্রান্তে প্রস্ফুটিত দুইটি কুসুম, বসন্তের মৃদুল বায়ুবশে, পরস্পরের সন্নিহিত হইয়াও হয় না,—স্পর্শ করিতে না করিতেই পৃথক হইয়া পড়ে, সে ত চুম্বন নহে! —আ, মরি, মরি!—এ কি বিচিত্র, এ কি অনির্ব্বচনীয় অনুভূতি! হে দেবতা! এই ভাবে, এই স্থলে, আমাদের দুই জনকে দুইটি প্রস্তর-মূর্ত্তিতে পরিণত করিয়া, চিরদিন, চিরজীবন কেন বসাইয়া রাখিলে না? তাহা হইলে বঙ্গের কোনও কবি স্বর্গের সুরে গাহিতে পারিত—

'For ever wilt thou love, and she be fair'.

চতুর্থাংশ।

১

আজি কালি বোধ হইতেছে, যেন প্রথম প্রণয়ের মত্ততার অংশ কাটিয়া গিয়া, তাহার স্থলে একপ্রকার প্রগাঢ়তা ও গাম্ভীর্য্য আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে। এখন আর তাহার সংস্পর্শে বিদ্যুচ্চকিতবৎ চমকিয়া উঠি না। সে যে এক সময়ে আমার ছিল না, দুই জনের কেহই কাহাকে চিনিতাম না, এখন যেন সে কথা ভুলিয়া গিয়াছি। যাহাদিগকে জন্মাবধি দেখিয়া আসিতেছি, যাহারা আমার জীবনের সহিত সহস্র বন্ধনে সম্বদ্ধ, সে যেন তাহাদেরই একজন। সে এখন আসে, বসে, হাসে, কথা কয়, চলিয়া যায়, কিন্তু, পূর্ব্বের ন্যায় বাষ্পীয়-পোতোৎক্ষিপ্ত বিশাল তরঙ্গমালার মত, একটা উচ্ছ্বাস আর

এই হৃদয়-তটে অনুভূত হয় না। মনে হয়, প্রেমের গভীর জলে আসিয়া উপনীত হইয়াছি। আর সে খেলা নাই, সে চাপল্য নাই, সে মান নাই, সে অভিমান নাই; নিবাত সমুদ্র-বক্ষের ন্যায়, প্রশান্ত-স্থির নিশীথ আকাশে নীরব নক্ষত্র-যুগলের ন্যায়, দুই জনে দুই জনের প্রেমে নিতান্ত বিহ্বল হইয়া পড়িয়াছি। আকাশের প্রান্তে কোথাও দুই একখানা মেঘ ঘনাইয়া উঠিতেছে কি না, সমুদ্র-বক্ষে কোথাও দুই একটা তরঙ্গ উত্থিত হইতেছে কি না, তাহা নিরীক্ষণ করিয়া দেখিবার আর শক্তি নাই। কিন্তু, আমি আজিও ঠিক করিয়া উঠিতে পারিতেছি না— ইহা বাস্তবিক প্রেমের গাম্ভীর্য্য, না হৃদয়ের অবসাদ? বোধ হয়, প্রণয়ের প্রথমোন্মেষ-সময়ে যাহা ছিল, এখন তাহা ফুরাইয়া গিয়াছে। যে মন্দভাব অবসানে প্রগাঢ়তার অনুমান করিতেছি, হয় ত, তাহাই প্রকৃত প্রেমের

জীবনী-শক্তি। তদভাবে, যাহা যথার্থ প্রেম, তাঁহা চলিয়া গিয়াছে, কেবল, আমাকে প্রতারণা করিবার নিমিত্ত, একটা কাল্পনিক গাম্ভীর্য্য-বৎ প্রতীয়মান অবসন্নতা পড়িয়া রহিয়াছে।

২

এই কি প্রেম? এই কি সুখ? দিন যেরূপে যাইত, আজিও সেইরূপই যাইতেছে। মাঝে কেবল দিন কতক কিছু চাপা পড়িয়াছিল। বন্যার জল যখন বালুরাশি প্লাবিত করিয়া, তরঙ্গ ভঙ্গে নাচিতে নাচিতে বহিয়া যায়, তখন নিদাঘতপনের সেই অগ্নি-বৃষ্টির কথা কে ভাবিয়া থাকে? কিন্তু, সে সলিল ত দুই দিনে সরিয়া যায়, আবার সেই বালুকাময় মাঠ ধূ-ধূ করিয়া পথিকজনের হৃদয়ে ভীতি উৎপাদন করিয়া দেয়। প্রেমের সেবা যথোচিত করিলাম, কিন্তু, লাভের খাতায় জমা ত কিছুই দেখিতে পাই না। যে প্রণয় আমরা কল্পনা করিয়া থাকি,

তাহা কি এই? যে প্রেমের গান সেক্ষপীয়র, বাল্মীকি, হুগো, ভবভূতি প্রভৃতি গাহিয়াছেন, তাহা কি এই প্রেম?—যে প্রেমের ধ্বংস নাই, স্বর্গে যাহার উৎপত্তি, স্বর্গেই যাহার প্রত্যাবর্ত্তন, সে কি এই প্রেম?—যাহাতে ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ, চতুর্ব্বৈশ্বর্য্য যুগপৎ উপার্জ্জিত হয়, যাহার আরম্ভ আত্মজ্ঞানে, যাহার শেষ আত্ম-বিসর্জ্জনে যাহা মানবের আকাঙ্ক্ষা, দেবতার উপভোগ, যাহা ত্রিদিবের সম্পদ, বিশ্বের জীবন, যাহার স্পর্শ-মাত্র মানুষ মনুষ্যত্বকে অতিক্রম করিয়া উঠে; এই কি সেই প্রেম? কালি যেরূপ গিয়াছে, আজিও সেইরূপই যাইতেছে, আবার আগামী কল্যও এইরূপে যাইবে। ইহাতে বৈচিত্র্য কই? ইহাতে আকাঙ্ক্ষা রহিয়াছে, কিন্তু বিসর্জ্জন কই? ইহাতে সংসার রহিয়াছে, কিন্তু স্বর্গ কই?—ভ্রান্তি! ভ্রান্তি! জ্ঞানে যাহার শান্তি নাই, ধর্ম্মে যাহাকে আবদ্ধ করিতে পারে নাই, তাহার পিপাসা কি

সংসারের তুচ্ছাতিতুচ্ছ প্রেমে নির্ব্বাপিত হইবে ?
—হে অন্তর্য্যামী। আমি প্রেমের পরীক্ষা করিতে
গিয়াছিলাম ; কিন্তু, ইহার পরিণাম কি হইবে,
প্রভু ? আজ দেখিতেছি, যেন আমার চতুর্দ্দিকে
'বিষম বিভীষিকা-রাশি নৃত্য করিয়া বেড়াই-
তেছে। যেন নয়নাগ্রে অদৃষ্টের ভীষণ অন্ধকার
ঘনাইয়া আসিতেছে।—হায়। হায়। এ জীবন
টাই বিফলে যাইবে ?—

> "নিতান্ত কি, হে দৈবত, এ দুরন্ত রণে
> পরাজয় হ'বে মোর ?"

পঞ্চমাংশ।

১

আমি চলিলাম, চির-স্নেহময়ী মা আমার! তোমাকে কাঁদাইয়া, তোমার যত্নপরিপোষিত আশা লতা উন্মূলিত করিয়া, সংসার অতলজলে ভাসাইয়া, আমি চলিলাম। আমি নরাধম,—যে মাতৃপদসেবা পরিত্যাগ করিয়া যায়, সে নরাধম নহে ত কি?—আমার এই দুর্ব্বল হৃদয় বশীভূত করিতে পারিলাম না; আপনার সুখ-দুঃখ সেই পরম-পুরুষের পাদপদ্মে সমর্পণ করিয়া, সংসারের সাধারণ ছাঁচে আত্মগঠন করিয়া, এই সংসারের সুখে সুখী হইতে পারিলাম না। আমি আত্মঘাতী,—যে আপনাকে চিনিল না, সে আত্মঘাতী নহে ত কি?—এই আত্মার প্রকৃত মঙ্গল কি, তাহা বুঝিলাম না। এই জগতের

সহস্র লোক যে পথে গমন করিয়াছেন, যে ধর্ম্ম পরিপালন করিয়া অভীষ্টের সিদ্ধি ও হৃদয়ের শান্তি লাভ করিয়াছেন, সেই সনাতন পন্থা পরিত্যাগ করিয়া, এই অতৃপ্ত হৃদয়ের শান্তি কোথায় মিলিবে, তাহা ত বুঝিতে পারিতেছি না। কিন্তু মা! তুমি ত চিরকরুণাময়ী, এই অধম সন্তানকে যেন তোমার পবিত্র আশীর্ব্বাদের বহির্ভূত করিও না। আমি কর্ত্তব্যের অনুসন্ধানে বাহির হইতেছি, তুমি আশীর্ব্বাদ করিও, যেন এই উদ্দাম চিত্ত আয়ত্ত হইয়া, তোমারই চরণ-সেবাকে পরমার্থ বলিয়া বুঝিতে পারে। এখন, উদ্দেশে তোমার শ্রীচরণে শত শত প্রণিপাত করিয়া, আমি চলিলাম মা।

২

হে বন্ধুবর্গ! তোমরা আমাকে সংসারী করিবার নিমিত্ত, প্রকৃত হিতৈষীর ন্যায় প্রাণপণে যত্ন করিয়াছ, আমিও তোমাদের উপদেশানুসারে

কার্য্য করিতে বিরত হই নাই। কিন্তু, ভাই, যে প্রেমের আকাঙ্ক্ষায় তোমাদের মতানুগামী হইয়াছি, তাহা ত মিলিল না। যাহা পাইয়াছি, তাহা ত এই বিরাগ-বিক্ষুব্ধ হৃদয়কে আকৃষ্ট করিতে পারিল না। সেই সরলা বালিকার কোনও দোষ নাই, সে বোধ হয়, প্রকৃত প্রেমের আস্বাদ পাইয়াছে। কিন্তু, আমি ত তাহাকে প্রতিদান করিতে পারিলাম না। সে যে প্রতিদান চাহে, এমন নহে। চাহিল, বোধ করি, আমার এত দূর যন্ত্রণা হইত না। প্রতি মুহূর্ত্তেই মনে হয়, যেন তাহার নিকট এক মহাঋণে আবদ্ধ হইয়া পড়িতেছি। কিছুতেই তাহা পরিশোধ করিয়া উঠিতে পারিতেছি না। তাহার ভালবাসার মহত্ব ও উদারতার সহিত আমার এই শৃঙ্খলিত প্রেমের সঙ্কীর্ণতার তুলনা করিয়া মরমে মরিয়া যাই; লজ্জায় মুখ তুলিয়া কথা কহিতে পারি না। ভাবিয়া দেখ, একি বিষম দুর্দ্দশা,—

প্রাণের ভিতর হইতে একটাও প্রেমপূর্ণ কথা সহজে উদ্ভূত হইতেছে না; তথাপি, তাহার সন্তোষের নিমিত্ত দুই চারিটাকে ধরিয়া আনিয়া, প্রেম-দেবতার নিকট বলিদান দিতেই হইবে। মন সর্ব্বদাই শঙ্কাকুল হইয়া রহিয়াছে, পাছে তাহার সন্নিধানে হৃদয়ের প্রকৃত ভাব প্রকাশিত হইয়া পড়ে। এ প্রকার লুকাচুরী, এ প্রকার প্রতারণা আর আমি করিতে পারি না। মনে হয়, এই মনুষ্যাত্মা যেন ক্রমে ক্রমে নিতান্ত অবনত হইয়া আসিতেছে। উন্নতি বা দেবত্বের দিকে অগ্রসর হওয়া ত দূরের কথা, এই অধম মনুষ্যত্বও আর বজায় রাখিতে পারিতেছি না। কত প্রকার কু চিন্তা যে এই মানস ক্ষেত্রে আসিয়া ক্রমশঃ উপনিবেশ স্থাপন করিতেছে, তাহার ইয়ত্তা করিতে পারিতেছি না। আপনার নিকট আপনি এতদূর অপরাধী হইয়া পড়িতেছি যে, শাস্ত্রে তাহার সমুচিত দণ্ড দেখিতে পাই না।

—শাস্ত্রে মরণের অধিক দণ্ড আর কি আছে? এই অবস্থায় আর কিছুদিন যাইলে, হয় ত উন্মাদ হইয়া পড়িব, কি আত্মহত্যাও করিতে পারি। আজ কাতরকণ্ঠে তাই তোমাদের নিকট বিদায় চাহিতেছি। যদি কখনও এই পাপ মনের প্রবল স্রোত ফিরাইতে পারি, আবার আসিয়া তোমাদের সহিত সম্মিলিত হইব। তখন তোমাদের পথ অনুসরণ পূর্ব্বক, সকলে হাত ধরাধরি করিয়া, এই জীব-লীলা সম্বরণ করিব। এখন দেখি, যদি কোথাও খুঁজিয়া পাই———

——"More pellucid streams,
An ampler ether, a diviner air,
And fields invested with purpureal gleams

৩

আর তুমি!—বসন্তের লতা, শরতের চাঁদ, ত্রিদিবের ছায়া, জগতের আলো, তুমি!—তোমার নিকট কি বলিয়া বিদায় লইব? বনের বিহঙ্গী তুমি! কেন ধরিয়া আনিয়া এই পিঞ্জরে পুরি-

ল্যম ?—শুদ্ধান্তের শান্ত সরোবরে লীলা-তরণী তুমি ! কেন এই অপারসমুদ্রাভিমুখ শতচ্ছিদ্রময় জীবন-পোতের পশ্চাতে আনিয়া তোমায় বাঁধিলাম ?—আদর ও মমতার করোঞ্চতায় পরিবর্দ্ধিত পারিজাত-তরু তুমি ! কেন উপাড়িয়া এই দুর্বিষহ হিমানী-পরিপূরিত তুষারগৃহে আনিয়া তোমায় পুঁতিলাম ? অহো যন্ত্রণা ! কি সুখের নিমিত্ত, কি স্বার্থ-প্রণোদিত পরীক্ষার মানসে, এ কাহার প্রাণবধ করিতে বসিয়াছি !—কোন্ পাপাভিলাষ পরিপূরণের নিমিত্ত মূর্ত্তিমতী এই পবিত্রতাকে বলিদান দিতে বসিয়াছি !—এই কলঙ্কময় জীবনের কলুষিত ইন্দ্রিয়-ব্যাধের তৃপ্তি-সাধনার্থ, কাহার স্নেহ পালিতা সরলা হরিণীরে হত্যা করিতে বসিয়াছি ?—হা কষ্ট ! হা অদৃষ্ট ! কোন্ পাপে, কাহার অভিশাপে, এই ভয়ানক ভ্রমে পতিত হইলাম ?

ষষ্ঠাংশ।

১

হে বিশ্বাত্মন্, হৃদয়-দর্শী, তুমি দেখিতেছ, আমি কি দুঃখে গৃহ-ত্যাগ করিয়া আসিয়াছি। সংসারে যাহা কিছুর প্রয়োজন, সকলই ত ছিল,—কিন্তু, সুখ কোথায়, প্রভু? প্রাণের শূন্যতার ভিতর দিয়া সর্ব্বদাই একটা অভাবের বাতাস হুহু করিয়া বহিয়া যাইতেছে! এই লক্ষ্য-শূন্য আকাঙ্ক্ষার, এই উদ্দেশ্য-হীন অভাবের অর্থ কি? সে অপূর্ব্ব পদার্থ কি প্রকার, সে দুর্লভ রত্ন কোথায়, যাহা পাইলে সকলই পাইলাম বলিয়া মনে হয়? অন্তর্জ্জগতে তাহাকে ত দেখিতে পাই না। তাই একবার বহির্জগৎ পরিভ্রমণ করিয়া দেখিব। এই ভারতভূমির প্রতি তীর্থে, দেশে, অরণ্যে বিচরণ করিয়া বেড়াইব। দেখি, যদি কোথাও সেই

অমূল্য ধনের সন্ধান পাই,—যদি কোনও বিষয়ে এই দুর্দ্দমনীয় মনকে বাঁধিয়া রাখিতে পারি। কিন্তু, হে সর্ব্বাতিশায়িন্! আমি ত অদৃষ্টকে ছাড়াইয়া যাইতে পারিব না। আজ একান্ত মনে তোমারই আশীর্ব্বাদ ভিক্ষা করিতেছি। এ জীবনে তোমার কথা আর কখনও ভাবিতে পারি নাই—তোমাকে হৃদয়ের সহিত ভক্তি করিতে শিখি নাই। কিন্তু, তুমি ত করুণাময়, আমি ভক্তি-হীন বলিয়া কি আমাকে পরিত্যাগ করিবে? আমি কর্ত্তব্যের অন্বেষণে বহিগত হইয়াছি; আমি শান্তি-সুখের সন্ধানে চলিয়াছি, তুমি সঙ্গে সঙ্গে থাকিও। আমি আশ্রয়-হীন, আমি বন্ধু-হীন, আমি আমার একমাত্র স্নেহ নিলয় জননীকেও পরিত্যাগ করিয়া আসিয়াছি। তুমিই সে সকলের স্থান অধিকার করিও। আর ভিক্ষা,—অদৃষ্টে যদি তাহাই লিখিত থাকে,—হে জ্ঞানসিন্ধু, এই হতভাগ্যকে অজ্ঞানে যেন মরিতে

না হয়। শেষের সেই অনন্ত মুহূর্ত্তে, সদ্য-বিকশিত হৃদি-কমলোপরি, মহামহিমান্বিত অপূর্ব্ব জ্ঞানময় মূর্ত্তিতে, তোমায় যেন অধিষ্ঠিত দেখিতে পাই।

২

এই নিশীথ আকাশতলে, জনশূন্য অরণ্যানীমধ্যে, তারকার স্নিগ্ধালোকে একাকী বসিয়া রহিয়াছি। সম্মুখে বৃক্ষপত্রচ্ছেদ-বিনিঃসৃত কৃশাঃ জ্যোৎস্না-কিরণ রেখাশ্রেণী বায়ুবশে কেমন সুন্দর নৃত্য করিতেছে।—অদূরে সমুদ্রাভিলাষিণী তরঙ্গিণী-বক্ষ হইতে অব্যক্ত-মধুর কি আনন্দ-ধ্বনি সমুত্থিত হইতেছে।—দূরে তরুশীর্ষ-সংস্পর্শী গগনাঙ্গনে, নৈশ পাপিয়ার প্রাণোন্মাদকারী সঙ্গীত, দিগ্বলয় উদ্ভ্রান্ত হৃদয় বিকম্পিত করিয়া, উচ্চ হইতে উচ্চতর গ্রামে মেঘলোকে গিয়া কোথায় মিশাইয়া যাইতেছে।—অনন্ত লীলাময়ী তুমি প্রকৃতি! আমি লোকালয় পরিত্যাগ করিয়া, গৃহধর্ম্মে বিসর্জ্জন দিয়া, তোমারই কোলে আশ্রয় লই-

য়াছি। হায় মা, তোমার এ লীলার অর্থ, আমি আজিও ত বুঝিতে পারিতেছি না।—এই উন্মত্ত হৃদয়ের বাসনা তুমি, ভিন্ন আর কে পরিপূর্ণ করিবে? কত যোগী-ঋষি তোমার চরণ-ছায়ায় শান্তিলাভ করিয়া মোক্ষের পথে অগ্রসর হইয়াছেন। কত কবি-জীবন তোমারই মহিমা-কীর্ত্তনে নিয়োজিত হইয়া চিরদিন ধন্য হইয়া রহিয়াছে। আমি আর কিছুরই আকাঙ্ক্ষা করি না। শুধু শিখাও মা। কি সাধনায় ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থ লভিয়াছিলেন—

"The pure delight of love
By sound diffused, or by the breathing air,
Or flowing from the universal face
Of earth and sky"

আর শিখাও মা। কোন্ সৌন্দর্য্যে বিমোহিত হইয়া কিট্‌স গাহিয়াছেন—

"A thing of beauty is a joy for ever"

৩

হায়! যাহার অন্তর্জগতে শান্তি নাই, বহির্জগৎ তাহার কি করিবে? বহিঃস্থ পদার্থরাজির যে ভাব, তাহা ত মনুষ্য-হৃদয়েরই প্রতিকৃতি মাত্র। যে নিজে সুখী, তাহার চক্ষে এই বিশ্বও সুখময়; কিন্তু, যাহার হৃদয়ারণ্যে রাবণের চিতার ন্যায় চিরদিন দাবানল জ্বলিতেছে, প্রকৃতির স্নিগ্ধোজ্জ্বল প্রশান্ত ছবি তাহাকে ত আকৃষ্ট করিতে পারে না।—"যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহং"—ইহাই ত জগতের নিয়ম। মহাপুরুষগণ এই বিশ্বকে যে ভাবে দেখিয়া গিয়াছেন, আমি ত সে ভাবে দেখিতে শিখি নাই। আজীবন কেবল অবিশ্রান্ত সংগ্রাম করিয়াছি। বাসনার আকাশে একটা কাল্পনিক পদ্ধতির সৃজন করিয়া, এ পর্য্যন্ত এই জগৎকে তাহারই সহিত মিলাইয়া লইতেছি। ভিতরের সহিত বাহিরের বিন্দুমাত্র বৈসাদৃশ্য দেখিলে, বিশ্ব-স্রষ্টার নিন্দা করিয়া, ক্রোধে ও

ক্ষোভে নিতান্ত অন্ধ হইয়া পড়িতেছি। বিশ্ব-প্রপঞ্চের বাস্তবিক যে পদ্ধতি, তাহা বুঝিয়া দেখিবার শক্তি ক্রমশঃ বিলুপ্ত হইয়া আসিতেছে। এত দিনে বুঝিলাম, এই হৃদয়ের এতাবৎকাল পর্য্যন্ত যে শিক্ষা হইয়াছে, তাহা নিতান্তই অসম্পূর্ণ, —তাহার মূলেই এক অতি-ভীষণ, মারাত্মক ত্রুটী রহিয়া গিয়াছে। বুঝিলাম, যে পথ অবলম্বন করিয়া এতদূর চলিয়া আসিয়াছি, তাহা প্রকৃত পন্থা নহে; তাহা মানুষকে পরিণামে মৃত্যুর মুখে উপনীত করে।—এখন তবে উপায় কি? এই জীবন কি আবার নূতন করিয়া আরম্ভ করিতে হইবে? হে বিধাতঃ, জীবন যে প্রায় নিঃশেষ হইয়া আসিল। এই বিষম ভ্রমের সংশোধনে সহস্র বর্ষ-পরিমিত আয়ুষ্কালও যে পর্য্যাপ্ত নহে। যদি এ অধম মানবজাতিকে প্রমাদের বশবর্ত্তী করিলে, তবে তাহার নিষ্কৃতির কি উপায় করিয়া রাখিয়াছ, প্রভু?—হায়, একটি মাত্র পদস্খলনের

নিমিত্ত•আমার অনন্ত জীবনটা একবারে ধ্বংস-
হইয়া যাইবে ?

৪

এই পাঁচ সাত বৎসর কাল ভারতের নানা তীর্থে,
দেশে দেশে, পরিভ্রমণ করিয়া কি লাভ করিলাম?
—সেই চিন্তাই আজ হৃদয়কে নিরতিশয় ব্যথিত
করিয়া তুলিতেছে। অসংখ্য সাধু-তপস্বী, যোগী-
ঋষির সহিত শাস্ত্রালাপ করিয়াছি। এই বিষন্ন
হৃদয়ের ব্যাকুলতা যাঁহাকে না জানাইয়াছি, এমন
লোকই নাই। কতকাল কেবল ফলমূলমাত্র ভক্ষণ
করিয়া কাটাইয়া দিয়াছি। কখনও অর্দ্ধাশনে,
কদাচিৎ অনশনে বারিমাত্র পান করিয়া, দিন-
যামিনী যাপন করিয়াছি। কিন্তু, কোথায় সুখ,
কিসে সুখ, তাহার সন্ধান ত কেহই বলিতে
পারিল না। যে শতধা-বিদীর্ণ হৃদয় লইয়া গৃহস্থা-
শ্রম পরিত্যাগ করিয়া আসিয়াছিলাম, তাহা ত
কিছুতেই প্রকৃতিস্থ হইল না। মানসরাজ্যের

উন্মাদ ভাবনা-রাশি যেন দিনে দিনে অধিকতর প্রবল হইয়া উঠিতেছে।—হায়, আমি কিসের আশয়ে, কোন সুখে সংসার ত্যাগ করিয়া আসিলাম?—বিশ্বের সারভূতা, পরমারাধ্যা, জননীর পদসেবা প্রত্যাখ্যান করিয়া, কেন এই অকূল সমুদ্রে ঝাঁপ দিলাম? এই নরাধমের জীবনে এমন উম্মত্ততা কোথা হইতে জুটিল? জগতে অনিয়ম বা উচ্ছৃঙ্খলতা ত কোথাও দেখিতে পাই না। অসীম আকাশে অদ্ভুত ওই জ্যোতিষ্কমণ্ডলী অনন্ত কাল একই পথে পরিভ্রমণ করিতেছে, বিধিবিহিত মার্গ অতিক্রম করিয়া, কেহ একপদও কখনও বিচলিত হয় না। একই প্রকার বৃক্ষে চিরদিন একই প্রকার ফুলফল সমুৎপন্ন হইতেছে; যে পাখীর যে গান, সে আজীবন তাহাই গাহিয়া আসিতেছে।—তবে মানুষের এ দুর্বুদ্ধি কেন? বিশ্বরাজ্যের অনতিক্রমণীয় নিয়মানুসারে, যে অবস্থা-চক্রের মধ্যস্থলে এ জীবন সংস্থাপিত হইয়া-

ছিল, কোন্ দুরাশার বশবর্ত্তী হইয়া, তাহাকে পরিহার করিয়া আসিলাম?—হা বিধাতঃ। মানুষের স্কন্ধে যখন দুর্ম্মতিরূপিণী পিশাচী আসিয়া চাপিয়া বসে, সেই মুহূর্ত্তেই তাহার মরণ হয় না কেন?—হে আকাশ। যখন এই নরাধম আপন কর্ত্তব্য অবহেলন পূর্ব্বক কর্ম্মভূমি পরিত্যাগ করিয়া আসিল, তখন তাহার মস্তকের নিমিত্ত তোমার সেই দুর্নিবার বজ্র কোথায় ছিল?

সপ্তমাংশ।

১

এতদিনের 'পর আবার ফিরিলাম। ভাবিয়াছিলাম, সংসারের বাহিরে, প্রকৃতির নিভৃত-নিলয়ে প্রবেশ করিয়া, এই উদ্বেলিত চিত্তকে সংযত করিতে পারিব। কিন্তু, আজ বুঝিয়াছি, অরণ্য-বাস মানুষের উপযোগী নহে। সেখানে একটা সামান্য নিকৃষ্ট জীব যে সুখে বিচরণ করে, এই শ্রেষ্ঠ জীবের ভাগ্যে তাহাও মিলে না। তাই আবার সেই সমাজের উদ্দেশেই ফিরিয়াছি। সন্ন্যাস, বৈরাগ্য—সে ত হৃদয়বিশিষ্ট মনুষ্যের ধর্ম্ম নহে। সংসারে জন্ম-গ্রহণ করিয়া, সমাজের অন্নে প্রতিপালিত হইয়া, যে গৃহধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া আসিল, তাহার তুল্য ভ্রান্ত কে?—যাহাদের স্নেহ-মমতার

শুভ্র-কিরণে এই হৃদয়-কমল ধীরে ধীরে বিকশিত হইয়া উঠিয়াছে, তাহাদের মুখ যে না চাহিনু, তাহার তুল্য পাপী কে? এতদিনে ভ্রান্তি বুঝিয়াছি। তাই আজ মাতৃ-দেবীর চরণ-তলে পতিত হইয়া, অনুতাপের অনলে, নয়নের জলে, এই পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিতে চলিয়াছি। এতদিনের পর, প্রত্যাগত সন্তানের সমস্ত অপরাধ মার্জ্জনা করিয়া আবার কি তুমি ক্রোড়ে লইবে, মা? —এই হতভাগ্য কি আবার তোমার শ্রীচরণসেবা করিতে পাইবে? তুমি যে পথ দেখাইয়া দিয়াছিলে, আমি মূর্খতাবশতঃ যাহা অবজ্ঞা করিয়া আসিয়াছি, আবার কি তথায় বিচরণ করিতে পাইব? তুমি আশীর্ব্বাদ করিও—তুমি আবার সেই শিক্ষা দিও, আমার বহুল বিলম্ব হইয়া পড়িলেও, তোমার করুণার উপর, তোমার প্রদত্ত শিক্ষার উপর, নির্ভর করিয়া, এই জীবন-গত অনুষ্ঠেয় কর্ম্ম-সমুদ্র অনায়াসেই উত্তীর্ণ হইতে পারিব।

২

কিন্তু তুমি। তোমার নিকট কি বলিয়া ক্ষমা চাহিব? তোমার কাছে যে অপরাধ করিয়াছি, তাহার ত মার্জ্জনা নাই। যে তোমার মত কুসুম-কলিকাকে অঙ্কুরে দলিত করিয়া আসিয়াছে, তাহাকে কোন্‌গুণে ক্ষমা করিবে? যে দুরাশয় কর-তল-গত বত্নে অবহেলা করিয়া, ভস্মের আকাজ্ক্ষায় প্রধাবিত হয়, সে ত মার্জ্জনার যোগ্য নহে। —হায়, কেন আমি মৃগতৃষ্ণিকায় মুগ্ধ হইয়া, শরৎ-প্রসন্নাম্বুগর্ভ সুশীতল সরোবর পরিত্যাগ করিয়া আসিলাম?—কেন কাঞ্চন- ফেলিয়া ক্ষণ-ভঙ্গুর কাচের আশায় ছুটিলাম? আজ কোন্ মুখে আবার তাহার নিকট প্রেম-ভিক্ষা করিব?—সে কি আবার আমায় ভালবাসিবে?—কিন্তু, সে যে আজও বাঁচিয়া আছে, তাই বা কে জানে?—না, না, সে সাধ্বী, পতি-গত-প্রাণা, আমি পাপিষ্ঠ হইলেও সে কি আমাকে না দেখিয়া মরিবে?—

সে দেবী-প্রতিমা;—আমি ভ্রান্তিরূপ নরকে নিপ-তিত হইয়াছি, আমার উদ্ধার দর্শন না করিয়া সে কি লীলা-সম্বরণ করিবে?—হে দেবতাকুল! আর আমি ভাবিতে পারি না, কি বলিতে কি বলিতেছি, তাহাও ভাল করিয়া প্রণিধান করিতে পারিতেছি না। যাহার স্মৃতি বক্ষে লইয়া এত-দিনের পর ফিরিয়া যাইতেছি, আর কি তাহাকে দেখিতে পাইব না? যে রত্নহার ভ্রান্তি-বশতঃ ফেলিয়া আসিয়াছি, আর কি তাহাকে কণ্ঠে ধারণ করিতে পাইব না?—আমার আশা-রূপিণী, আশাময়ী, প্রাণাধিকে! এই হতভাগ্যকে যেন ফাঁকী দিয়া পলাইও না। এতকালের পর, ভ্রান্তির অবসানে, প্রেম-প্রসারিত হৃদয়ে, অন্ততঃ দুই দিনের জন্যও যেন তোমাকে লইয়া সুখী হইতে পারি।

অষ্টমাংশ।

১

এই ত আমার স্বদেশ, স্বভূমি,' মাতৃভূমি,—এই ত সেই জন্মভূমি-রূপিণী জননী আমার। বহুকালের পর তোমাকে দর্শন করিয়া হৃদয়-দেশ কি সুশী-তল শান্তি-রসে উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিতেছে। অপ-হৃত রত্ন পুনঃ-প্রাপ্ত হইলে, লোকের যেরূপ আন-ন্দের সীমা থাকে না, সেইরূপ এই চতুর্দিকস্থ পদার্থরাজি আমাকে দেখিয়া আজ যেন কি নূতন-তর সাজে সজ্জিত হইয়া উঠিয়াছে!—হে বিহঙ্গ-কুল! তোমরা কি এতদিন এই হতভাগ্যের বিরহে একবারে নীরব হইয়াছিলে? তাই কি আজ অকস্মাৎ দর্শন পাইয়া, সযত্ন-সঞ্চিত বহু দিনের সঙ্গীতগুলি গাহিয়া শেষ করিতে পারি-তেছ না?—হে উদ্যানসংস্থিত, স্নেহ-লালিত লতা-

পাদপ-শ্রেণী। বহুকাল পূর্ব্বে তোমাদের ছায়ান্ধকারে উপবেশন করিয়া, করবিন্যস্ত-কপোলে, যে যুবক দুই সন্ধ্যা অশ্রু বর্ষণ করিয়া যাইত, তাহাকে আজিও কি মনে করিয়া রাখিয়াছ? শৈশবের পরিচিত এই পদার্থ-সমুদয় অবলোকন করিয়া হৃদয়াকাশে স্মৃতিরূপ কত তারকাই ফুটিয়া উঠিতেছে।—হায় নিষ্ঠুরতা। স্নেহের এই সহস্র বন্ধন কোন্ প্রাণে ছিঁড়িতে চাহিয়াছিলাম?—অয়ি মা জন্মভূমি!—অয়ি জগদ্ধাত্রী-রূপিণী জননী আমার! এতদিনের পর আবার তোমারই আশ্রয়ে আসিয়াছি মা। দুর্ব্বল বিহগ-শিশু উড়িতে উড়িতে শত্রু কর্ত্তৃক তাড়িত হইয়া, যেমন দ্রুতপক্ষে নীড-স্থিত জননীর ক্রোড়ে ফিরিয়া আইসে, সেইরূপ আমিও আজ আসিয়াছি। সম্মুখে মৃত্যু-রূপিণী বিভীষিকা নিরন্তর নৃত্য করিয়া বেড়াইতেছে। যে ভুল করিয়াছি, তাহা হইতে আর বুঝি উদ্ধার হইতে পারিলাম না। শৈশবের

লীলা-ভূমি এই অট্টালিকাব পানে চাহিয়া দেখিতে হৃদয় কেন আশঙ্কায় আকুল হইয়া উঠিতেছে? চিব-পবিচিত এই তোবণ-দ্বাবে প্রবেশ কবিতে প্রাণ কেন অকস্মাৎ কাঁদিয়া উঠিতেছে?—আমাব চক্ষুর্দ্বয় অন্ধকাবময় হইযা আসিতেছে; আমি আব দাঁড়াইতে পাবি না মা।—কই তুমি মা! এই গৃহ-সংসাবেব মা।—জগতেব মা।—আমাব মা।—

২

একবাব দেখাও মা' যে বত্ন ফেলিয়া গিয়াছিলাম, তাহাই আবাব কুড়াইয়া লইতে আসিযাছি। আমি তাহাকে প্রাণ ভবিয়া ভালবাসিতে পাবি নাই;—তাহাব নিকট আজীবন ঋণী বহিযাছি। আজ আমাবি মোহ নিবস্ত হইয়াছে। আজ একবাব শেষ দেখা দেখিয়া লইব। আমাবই জন্য সে বোগ-শয্যা গ্রহণ কবিযাছে,—আমাবই পাপে সে প্রাণ-ত্যাগ কবিতে বসিযাছে। আজ একবাব ধূলায লুণ্ঠিত হইয়া, অনুতাপের অশ্রুজলে তাহাব

চরণ-তল অভিষিক্ত করিব। এ জগতে যদিও আর না পাই, যাহাতে পরলোকে মিলিত হইতে পারি, তাহারই প্রতিজ্ঞা করাইয়া লইব।—আমার আশা, আশাময়ী! জগতে এমন আর কাহার ছিল? আমি হেলায় মাণিক হারাইয়াছিলাম,—শূকরের গলায় মুক্তামালা শোভিবে কেন? আজ আমার ভ্রম ছুটিয়াছে, উদ্ভ্রান্ত চিত্ত পথে আসিয়াছে। আজি দাম্পত্যের ভিতর ব্রহ্মাণ্ডের প্রীতি তত্ত্ব নিহিত দেখিতে পাইতেছি। আজ আমি অপর সকলের মত হইয়াছি। আমি সমাজের জন্য, সংসারী হইব বলিয়া, দেশ-দেশান্তর ঘুরিয়া, অবশেষে গৃহে ফিরিয়া আসিয়াছি।—পাইব, পাইব, এখনও পাইব।—কোথায় তুমি।—কই তুমি!—আশাময়ী।—প্রাণাধিকে।—

৩

হায়, হায়। আমার রোপিত বিষ-বৃক্ষে অবশেষে কি এই ফল প্রসূত হইল।—আমার শেফালিকা তুই। সন্ধ্যায় ফুটিয়া, প্রভাত না হইতেই ঝরিয়া

পড়িলি ! আশাময়ী, প্রেয়সী আমার ! আমি আসিয়াছি ;—আমি তোমারই জন্য আসিযাছি। আর একবার চাও তুমি ! আবার বল, আমাকে ছাড়িয়া যাইতে চাহ না।—হায়, কথা ফুরাইল, আশা ত মিটিল না ! নন্দনের বিহগী তুমি, স্নেহের শিকল কাটিয়া নিতান্তই পলাইলে ? একবার শুধু দেখিবার জন্যই কি মুমূর্ষু প্রাণ ধরিয়া রাখিয়াছিলে ?—আহা রে ! অন্তিমের ক্ষীণ অশ্রুবিন্দু এখনও কপোলদেশে লগ্ন হইয়া রহিয়াছে ! মুহূর্ত্তমাত্রেই সব ফুরাইল !—আমার শরতের মেঘ, কাঁদিয়া কাঁদিয়া কোথায় মিলাইল রে !—আমার আশালতা, আমার হৃদয়ের গ্রন্থি, এমন করিয়া কে ছিঁড়িল রে !—হা বিধাতঃ ! এই দৃশ্য দেখাইতেই কি এতদিনের পর গৃহে ফিরাইয়া আনিলে ? এই দুঃখজর্জ্জরিত, আধি-ব্যাধিক্লিষ্ট দেহযষ্টিকে প্রাণশূন্য করিতে তোমার প্রাণ কি কাঁদিয়া উঠিল না ?—

নবমাংশ।

১

হৃদয়। আশ্বস্ত হও।—অতীতের সেই স্বার্থপূর্ণ চিন্তা-পরায়ণতার ছায়া অন্তরে পোষণ করিয়া, আর কতকাল এইরূপ বিলাপে কাটাইবে? যাহা দেখিবার, তাহা ত দেখিলে। এখন পাপ-প্রবণ মানব-জীবনের এই ভগ্নাংশ কি প্রকারে অতিবাহিত করিতে হইবে, একবার তাহাই ভাবিয়া লও। শোক করিলে চলিবে না। এ জগৎ বিলাপের স্থান নহে। এখানে ক্ষোভ-শোকের সময় নাই, সুখ-সঙ্গীতেরও অবসর নাই। ইহা অতি-ঘোর কঠোর কর্ম্মক্ষেত্র। এক্ষণে, কর্ম্ম-ক্ষেত্রে তোমার কর্ম্ম কি, তাহাই স্থির করিয়া লইয়া অগ্রসর হও। বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা অসম্পূর্ণ বলিয়া একদিন আক্ষেপ করিয়াছিলে। এতদ্ভিন্নে

তোমার শিক্ষা সম্পূর্ণ হইল। এতকালের পর, জীবনের মধ্যস্থলে, বিশ্ব রূপ বিদ্যালয়ের সেই মহান্ শিক্ষয়িতা স্বয়ং তোমাকে শিখাইলেন। আজিকার শিক্ষা সযত্নে হৃদ্গত করিয়া লও। মানুষ একা আসিয়াছে, একাই ঘুরিতে, খাটিতে ও মরিতে হইবে। প্রেম দুবার, কিন্তু জীবনের প্রয়োজন দুবার না।—রমণীর প্রেম।—সে ত স্বভাবতঃই চঞ্চল।—পুরুষ তুমি, আপন পৌরুষের পাষাণভিত্তির উপর দণ্ডায়মান হও। আর, যদি কাহারও উপর নির্ভরই করিতে হয়, তবে চাও সেই সর্বাতিশায়ী সর্ব্বেশ্বরকে। যাঁহাকে ধরিয়া এই বিশাল ব্রহ্মাণ্ড আপনার বিশাল-ব্রত উদ্যাপন করিতে ছুটিয়াছে, তাঁহার কৃপায়,—তুচ্ছ কীটাণু তুমি,—তোমার জীবনের সামান্য প্রয়োজন কি সুসিদ্ধ হইবে না?—

"Not in vain the distance beacons. Forward, forward let us range."

২

আজ প্রভাতে উঠিয়া কি প্রাণ-বিমোহন দৃশ্যই দেখিতেছি। সমগ্র মানব-সমাজ আমার মুখের পানে নির্নিমেষে চাহিয়া রহিয়াছে।—আহা! অশ্রু-নিষিক্ত নয়নের কি বিষম ব্যাকুলতা। বৃক্ষ-শাখায় বসিয়া পক্ষীকুল নূতন যুগের নূতন-তর সঙ্গীত আরম্ভ করিয়াছে। মাথার উপর দিয়া পাপিয়া কি সুধাই কানে ঢালিয়া গেল।—আ মরি, মরি। বসন্তবায়ু কোথা হইতে এ কিসের সুবাস বহিয়া আনিল?—তোমরা কে বালক-গণ? নিতান্ত অনাথের ন্যায় কাতর-কণ্ঠে এই কাঙালের নিকট কি ভিক্ষা করিতেছ?—পশ্চাতে দুখিনীর বেশে তুই কে, মা আমার? আমাকে ডাকিতেছিস্ কি? বল্ মা, আমি সন্তান, কি হইয়াছে, কি চাই, বল্ মা।—আহা! এত প্রেম আমার গৃহ-প্রাঙ্গণে চিরন্তন উৎসের ন্যায় উথ-লিয়া উঠিতেছে, এতদিন তবে দেখিতে পাই নাই

কেন ? তাহা হইলে ত জীবনের শ্রেষ্ঠাংশ সেইরূপ অপবিচিতের ন্যায় অবণ্য-বাসে কাটাইতে হইত না।—বিশ্ববিদ্যালয় পবিত্যাগ কবিয়া, একদিন, বাঙ্গালী যুবকের কর্ম্ম নাই বলিয়া দুঃখ কবিয়াছিলাম। কর্ম্ম তখনও ছিল, এখনও রহিয়াছে। কেবল আমিই অন্ধ হইয়াছিলাম। এতদিনেব পর অন্ধের চক্ষুর্দ্বয় উন্মেষিত হইল।—অয়ি জন্মভূমি রূপিণী জননী আমাব। এই নবীন প্রভাতে তোমাবই নাম গ্রহণ কবিয়া, জীবনেব অবশেষ, জীবনের সর্ব্বস্ব, তোমাব চবণ-সেবায উৎসর্গ করিলাম। দেখো মা। যেন আমাব অতীতেব পাপ-রাশি ভবিষ্যতেব প্রেম গঙ্গাজলে প্রক্ষালিত হইযা যায।—আব, মস্তকোপবি জীবন সমুদ্রেব ধ্রুবতাবা তুমি।—অজ্ঞান-তিমিবান্ধ-জনেব নেত্রোন্মীলনকাবী করুণাময দেবতা তুমি।—তুমি এই মনুষ্যাধমেব পরিত্রাণার্থ কি বিচিত্র আলোক-লীলাই দেখাইলে!—আজ এ আমাব সুখান্বেষণ

সফল হইয়াছে, আমি আর কিছুরই অভিলাষী নহি। কেবল প্রার্থনা—

——পড়িবে টলিয়া

শান্ত এ পতঙ্গ যবে আত্মম আধারে

সেই দিন হে বাঞ্ছিত আপনা প্রকাশি

শান্তিময় কোড়ে তারে লইও তুলিয়া

সম্পূর্ণ